দণ্ডপ্রাপ্ত মহিউদ্দিন আলমগীর ও বাবর প্রার্থিতা ফিরে পেলেন

ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর লুৎফুজ্জামান বাবর

আদালতের নির্দেশ মেনে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন

।। ইত্তেফাক রিপোর্ট ।।

অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং বেআইনীভাবে অস্ত্র রাখার অপরাধে দণ্ডিত হওয়া সাবেক দুই প্রতিমন্ত্রীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের এ আদেশ মেনে নিয়েছে। বিচারিক আদালত দুই প্রতিমন্ত্রীকে সুনির্দিষ্ট অপরাধে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়। দুই প্রতিমন্ত্রী হলেন সাবেক বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর এবং সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর। অবৈধ সম্পদ অর্জন করায় ড. আলমগীর ১৩ বছর এবং অবৈধ অস্ত্র রাখার অপরাধে লুৎফুজ্জামান বাবর ১৭ বছরের কারাদণ্ড প্রাপ্ত। বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সাবেক দুই প্রতিমন্ত্রী হাইকোর্টে আপিল করেন ও জামিন পান। সাবেক দুই প্রতিমন্ত্রী এদিকে গত ৩০ নভেম্বর নিজ নিজ এলাকা থেকে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে মনোনয়নপত্র পেশ করেন। দণ্ডিত দুই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেন রিটার্নিং অফিসার। পরে তারা নির্বাচন কমিশনে আপিল করলে তা একই কারণে খারিজ করে দেয় কমিশন। এরপর তারা যান হাইকোর্টে। হাইকোর্ট রিট আবেদন খারিজ করে রিটার্নিং অফিসার ও নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন।

অতঃপর তারা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করলে গতকাল বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। নির্বাচন কমিশন গতকাল সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপিল করা হবে না। কমিশন আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে নিবে এবং সাবেক এই দুই প্রতিমন্ত্রীর মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবে।

সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহীউদ্দিন খান আলমগীর চাঁদপুর-১ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। কিন্তু তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত হবার কারণে প্রথমে রিটার্নিং অফিসার এবং পরবর্তীকালে নির্বাচন কমিশন মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করে। তারপর হাইকোর্টে রিট করলে তা খারিজ হয়। পরে তিনি সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করলে চেম্বার জজ বিচারপতি মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন গত বুধবার অবেদনপত্রটি শুনানিকল্পে প্রকাশ্য আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দেন। সে মোতাবেক বৃহস্পতিবার আবেদনপত্রটি শুনানীকল্পে প্রধান বিচারপতি এমএম রুহুল আমিন, বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীনকে নিয়ে গঠিত সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের দৈনিক কার্য তালিকায় ১৩ নম্বর ক্রমিকে স্থান পায়। কিন্তু শুনানি না হওয়ায় আদালত আবেদনপত্রটি কার্য তালিকা থেকে বাদ দেন। এ ব্যাপারে মহিউদ্দিন খান আলমগীরের একজন আইনজীবী জানান যে, মামলার রেকর্ড এজলাসে না আসায় শুনানি হয়নি। ফলে আদালত আবেদনপত্রটি দৈনিক কার্যতালিকা থেকে বাদ দেন। অপরদিকে এ আদালতের সাথে সম্পৃক্ত একজন কর্মকর্তা জানান যে, আবেদনকারী পেপার বুক জমা দিতে না পারায় আদালত শুনানি করতে পারেনি। ফলে আদালত আবেদনপত্রটি দৈনিক কার্যতালিকা থেকে বাদ দিয়েছে।

এদিকে বিচারপতি মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন চেম্বার জজ হিসাবে বসলে সেখানে আবেদনপত্রটি উত্থাপন করা হয়। তিনি শুনানি শেষে মহিউদ্দিন খান আলমগীরের মনোনয়নপত্র গ্রহণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি নির্দেশ দেন। মহিউদ্দিন খান আলমগীরের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার রফিক-উল-হক ও ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ।

অস্ত্র মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর নেত্রকোনা-১ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ইতিপূর্বে অস্ত্র মামলায় তাকে ১৭ বছরের কারাদণ্ড দেয় বিচারিক আদালত। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টে আপিল করেছেন। আপিলে তিনি জামিন পান। গতকাল আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালতের বিচারপতি মোঃ জয়নুল আবেদীন তার মনোনয়নপত্র গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন। তার পক্ষে মামলাও পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার রফিক উল হক ও এডভোকেট আহসানুল করিম। আরো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গ্রহণের নির্দেশ

এছাড়া চাঁদপুর-৬ আসনের বিএনপি প্রার্থী ড. মোঃ শাহজাহান ও মৌলভীবাজার-২ আসনের প্রার্থী এডভোকেট আবেদ রাজা'র মনোনয়নপত্র গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ইতিপূর্বে নির্বাচন কমিশন তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করে। উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে তারা হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। রিট আবেদনের ওপর শুনানি শেষে হাইকোর্ট উক্ত আদেশ দেন।

এদিকে গত বুধবার চেম্বার জজ আদালত যশোর-২ আসনের বিকল্প ধারার প্রার্থী বিএম সেলিম রেজার মনোনয়নপত্র গ্রহণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করেন। এদিকে পটুয়াখালী-২ আসনে ইঞ্জিনিয়ার একেএম ফারুক আহমেদ তালুকদার বিএনপির বৈধ প্রার্থী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। অপর প্রার্থী সহিদুল আলম তালুকদারের পক্ষে প্রদত্ত স্থগিতাদেশ খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিমকোর্ট। এডভোকেট হুমায়ুন কবির বুলবুল সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।মেজর (অবঃ) মঞ্জুর কাদেরের আদালত অবমাননার মামলা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আদেশ অমান্য করার অভিযোগে সিরাজগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি তথা চারদলীয় জোটের প্রার্থী মেজর (অবঃ) মঞ্জুর কাদের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছেন। তিনি জানান যে, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন তার মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেনি। কচুয়ায় আওয়ামী লীগ সমর্থকদেও মাঝে উল্লাস আবুল হোসেন, কচুয়া (চাঁদপুর) থেকে সংবাদদাতা জানান, গতকাল দুপুরে সুপ্রিমকোর্টের রায়ে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুর-১ (কচুয়া) আসনের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন- এ সংবাদ পৌঁছার পর কচুয়া উপজেলার সর্বত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মাঝে আনন্দ-উল্লাস সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলার কচুয়া,

রহিমানগর, সাচার, পালাখাল ও জগৎপুরসহ বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা নৌকা মার্কার সমর্থনে স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বের করে। বাবরের নির্বাচনী এলাকায় মিছিল-সমাবেশ

শ্যামলেন্দু পাল, নেত্রকোনা সংবাদদাতা জানান, আপীল আদালতের রায়ে বাবরের মনোনয়নপত্র বৈধ হবার খবর শুনে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই তার নির্বাচনী এলাকা নেত্রকোনা-৪ (মদন-মোহনগঞ্জ-বালিয়াজুরী) আসনে তার সমর্থকরা স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল-সমাবেশ করেছে। রাত পর্যন্ত মিছিল সমাবেশ চলছে। এদিকে এই আসনে বাবর নির্বাচন করবেন বলে মদন বিএনপির নেতৃবৃন্দ এ সংবাদদাতাকে জানিয়েছেন। তিনি শনিবার নির্বাচনী এলাকায় আসবেন বলেও জানা গেছে। মদন উপজেলা বিএনপি'র সম্পাদক ও পৌর মেয়র শফিকুল আলম তালুকদার লিটন রাতে এই সংবাদদাতাকে জানান যে, বাবরের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছে এবং তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নেত্রকোনা-৪ আসনে নির্বাচন করবেন। এ আসনে জোটের প্রার্থী হচ্ছেন- আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যায়ের তালিকাভুক্ত এবং মহাজোট মনোনয়ন বঞ্চিত লেঃ কর্নেল সৈয়দ আতাউল হক। আর মহাজোটের প্রার্থী হচ্ছেন- সাবেক খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল মমিনের স্ত্রী রেবেকা মমিন। বাবর নির্বাচন করলে এই আসনে মহাজোট প্রার্থীর সাথে স্বতন্ত্র প্রার্থী বাবরের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলে স্থানীয় রাজনৈতিক মহল মনে করছেন।